246374 - যে ব্যক্তি নিজের পিতা ও ফুফুদের সাথে কথা বলে না, নামায পড়ে না এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি তার পিতার আচার-ব্যবহার খারাপ হওয়া, মহিলাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখা, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন না করা এবং প্রতিবারে তার মাকে তালাক দেয়ার কারণে পিতার সাথে কথা বলে না এবং কখনও জিজ্ঞেস করবে না। তার ফুফুরা তার মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করেছে বিধায় কখনও তাদেরকে দেখতে যাবে না; কিন্তু রাস্তায় দেখা হলে সালাম দিবে। কিছু সমস্যা ঘটায় কর্মস্থলে তার সহকর্মীদের সাথে কথা বলে না। যদিও সে তার বিরুদ্ধে কোন হিংসা বা ক্রোধ ধারণ করে না। সে নামায পড়ে না। কেননা সে সবসময় বলে যে, আল্লাহ্‌ তার নামায কবুল করবেন না। কারণ সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে পড়তে পারে না এবং সে আত্মীয়তার সম্পর্ক কর্তনকারী। সে আরও কিছু মানুষের সাথে কথা বলে না; কারণ তারা তার সাথে খারাপ আচরণ করেছে এবং সে কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবে না। এমন ব্যক্তির হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

যে ব্যক্তি নানারকম দুশ্চিন্তায় জর্জরিত, প্রশস্ত দুনিয়াও যার জন্য সংকীর্ণ, যার বন্ধু-বান্ধব ও আশপাশের মানুষের সাথে তার সম্পর্ক খারাপ; তার কর্তব্য হচ্ছে— আল্লাহ্‌র কাছে ধর্ণা দেওয়া এবং নিজের আত্ম-পর্যালোচনা করা। নিজের ভুল-ত্রুটি ও অন্যায়গুলোর সমালোচনা করা। নিজের কসুর ও অবাধ্যতার জন্য নিজেকে দায়ী করা। আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করা এবং আমলকে সুন্দর করা।

দুই:

তার উপর আবশ্যক— পিতার প্রতি ইহসান করা ও তার সাথে ভাল ব্যবহার করা। পিতা যে গুনাহই করুক না কেন পিতাকে ত্যাগ করা নাজায়েয। কেননা পিতামাতার অধিকার অনেক বড়। তাদের এ অধিকার তারা গুনাহে লিপ্ত হলেও কিংবা উপর্যুপরি

গুনাহ করতে থাকলওে রহতি হবে না। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা পতিামাতার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সাহচর্য দয়োর নর্দিশে দয়িছেনে; এমন কি পতিামাতা যদি তাদরে সন্তানকে আল্লাহ্র সাথে শর্কি করার নর্দিশে দয়ে ও চাপ প্রয়োগ করতে থাকে তবুও। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "কন্তিু তারা (পতিামাতা) যদি এমন চষ্টো করে, যাতে তুমি আমার সাথে কোন কছিুকে শরীক কর, যে বষিয়ে তোমার কোন জ্ঞান নইে, তাহলে তুমি তাদরে আনুগত্য করবে না; তবে দুনয়িাতে তাদরেকে সৌহার্দ্যরে সাথে সঙ্গ দবে।"[সূরা লুকমান; আয়াত: ১৫]

আরও জানতে দখেুন: 174800।

তনি:

পরবিারকি সমস্যা ও সংকট তরৈী হলে সটোর দাবী এ নয় য, সম্পর্কছদে করা ও শত্রুতা পোষণ করা। একজন মুসলমানরে জন্য নজিরে আত্মীয়-স্বজন ও পরচিতিদরে সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, সালাম দওেয়া ও ভালবাসা পোষণ করা অধকি যুক্তযিুক্ত, তাকওয়ার নকিটবর্তী এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নষিদ্ধি সম্পর্কচ্ছদে থকেে অধকি দূরবর্তী। এমনকি নজিরে আত্মীয়-স্বজন যদি তার উপর অন্যায় করে তবুও। কারণ ক্ষমা করে দওেয়া আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলরে কাছে অধকি প্রয়ি। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা অপছন্দ করনে সটোকে বাদ দয়িে তাঁরা যা পছন্দ করনে সটোকে গ্রহণ করুন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে য, "এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার কছিু আত্মীয় আছে আমি তাদরে সাথে সম্পর্ক রখেে চলি; কন্তিু তারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে না। আমি তাদরে প্রতি সদ্ব্যবহার করি; তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদরেকে সহ্য করি; তারা আমার সাথে মূর্খরে মত আচরণ করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: তুমি যমেনটি উল্লখে করছে যদি তুমি তমেন হও তাহলে তুমি যনে তাদরে মুখে গরম ছাই ছুড়ে দচ্ছি। তুমি যদি এর উপর অটল থাক তাহলে তাদরে বরিুদ্ধে তোমার সাথে আল্লাহ্র পক্ষ থকেে একজন সাহায্যকারী থাকব।"[সহহি মুসলমি (২৫৫৮)]

চার:

অনুরূপভাবে কর্মস্থলরে সহকর্মী: এমন কোন চাকুরী নইে যাতে কোন সমস্যা নইে বা মতবরিোধ নইে। যদি কউে অনকে বষিয় এড়য়িে না যায়, ধর্যৈ না ধর, মানুষকে ক্ষমা করে না দয়ে এবং মানুষরে দওেয়া কষ্টগুলো হজম করতে না পারে তাহলে চাকুরী করতে যাওয়াটা তার মানসকি অস্বস্তি, দুশ্চন্তিা ও কষ্টরে উৎস হব।

যদি কউে ধর্যৈ ধর, অনকে বষিয় এড়য়িে যায় ও ক্ষমা করে দয়ে তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে এর সওয়াব পাব, তার

সহকর্মীরা তাকে ভালবাসবে এবং তারা তার ভাল ব্যবহার ও সচ্চরিত্রের স্বীকৃতি দিবে। এভাবে সে তাদের কাছে অনুসরণীয় আদর্শ ও সৎ ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে।

পক্ষান্তরে, মানুষের সাথে বেশি বেশি বিরোধে জড়ানো, তাদের অন্যায় আচরণের কথা মনে রাখা, তাদের থেকে দূরে থাকার আগ্রহ পোষণ করা এবং তাদের দুর্ব্যবহারগুলো ক্ষমা করে না দেওয়া— এভাবে সমস্যাগুলোকে জিইয়ে রাখার মধ্যে মুসলমানের দ্বীন ও দুনিয়ার কোন কল্যাণ নেই। এভাবে তার জীবন ধারা সুষ্ঠভাবে চলবে না। তার দ্বীনদারিও শুদ্ধ হবে না এবং দুনিয়াও সুখময় হবে না।

পাঁচ:

এ সমস্যাগুলোর চেয়ে বড় সমস্যা হল নামায ত্যাগ করা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা। এ দুটো গুনাহ গোটা দ্বীনদারিকে ধ্বংস করে দেয়, সকল বরকত নষ্ট করে দেয় এবং সকল অনিষ্ট নিয়ে আসে। নামায পড়া একেবারে ছেড়ে দেওয়া— কুফরি ও মুসলিম মিল্লাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং সকল সংকট, বিপদাপদ ও দুঃখের কারণ।

আল্লাহ্‌র প্রতি মন্দ ধারণা করা মহা কবিরা গুনাহ; যেমনটি ইতিপূর্বে 174619 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলব: এই ব্যক্তির উচিত এ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আত্ম-পর্যালোচনা করা। এর মধ্যে যেগুলোতে তার ভুল ধরা পড়বে সেগুলো থেকে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করা এবং যা কিছু নষ্ট করেছে সেগুলোকে ঠিক করে নেয়া। নিজের পিতা, ফুফু ও সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে— নিয়মিত নামায আদায় করা। আল্লাহ্‌র কাছে বেশি বেশি দোয়া করা যেন আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করে নেন, তাকে সংশোধন করে দেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণের তাওফিক দেন।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।